মুক্তমনা না কাব্যমনা

ফরিদ আহমেদ

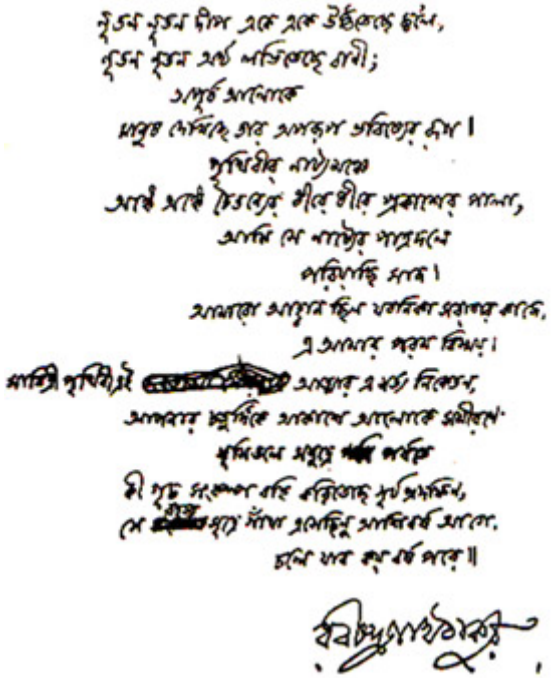

হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে মুক্তমনায় যেন কবিতার জোয়ার এসেছে। দীর্ঘ দাবদাহের পর শুকিয়ে যাওয়া মরা নদীতে যেমন বান লাগে তেমনি করে নিরস প্রবন্ধ আর ডারউইন দিবসের গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান আলোচনার একঘেয়েমির মধ্যে লাস্যময়ী রমণীর মতো রিনিঝিনি নুপুরের ছন্দে মুক্তমনার প্রথম পাতা এখন দখল করে নিয়েছে আনন্দদায়ী কিছু স্বাপ্নিক কবির নান্দনিক কবিতাসমূহ । দুটি কবিতা বা একক কবিতার মিষ্টি মধুর আগ্রাসনে পুরুষ পুরুষ গন্ধ মাখা প্রবন্ধদের এখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। ইতোমধ্যেই অনেক প্রবন্ধ এবং প্রাবন্ধিকই যে বিপদ বুঝে নিরবে গা ঢাকা দিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। যদিও কবিতার রূপ রস আস্বাদন করার মতো সামান্যতম জ্ঞানও নেই আমার, তারপরও কবিতার ছন্দময় শরীরের কি যেন নিজস্ব একটা সহজাত ভাষা আছে যা আমার মতো কবিতার ব্যকরণে চরমভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিকেও নাড়িয়ে দিয়ে যায় সজোরে। স্বপ্ন ডানায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানা কোন মায়াবী ভূবনে। হৃদয়ের জানালার সব কটা কপাট খুলে আলতো করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে

মোলায়েম চাঁদের আলো। মনের অলিতে গলিতে সেতারের টুং টাং শব্দের মত মিহি পরশে খেলা করে যায় ফেলে আসা শৈশব, কৈশোর আর প্রথম তারুন্যের ভালোলাগা ভালোবাসার আনন্দ বেদনার কাব্য। বুকের মধ্যে একধরনের কষ্ট মাখা ভাললাগায় ছেয়ে যায় চারিদিক। কি যেন এক বিচিত্র শূন্যতা এসে গ্রাস করে ফেলে আমাকে। কে জানে কবিরা বোধহয় একেই বলেন নস্টালজিয়া। শুধুমাত্র কবিতারই একক ক্ষমতা আছে হৃদয়ের গহীন অরন্যে এই বিচিত্র অনুভূতি জন্ম দেওয়ার।

সুমী রহমানের বিরহ বেদনার কষ্ট, মৌ মধুবন্তীর ভালবাসার দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ভজন সরকারের কবিতার বর্তমান নষ্ট সময়ের নষ্ট মানুষদের কপটতা আর স্বার্থপরতা এবং সেই সাথে দুঃসাহসী উম্মে মুসলিমার প্রথাবিরুদ্ধ দ্রোহী কবিতা নিশিচতভাবেই কাব্যপ্রিয় পাঠকদের কবিতার বৈচিত্রময় জগতের পরিপুর্ন স্বাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মুক্তমনার প্রিয় কবিরা তাদের স্বপ্ন এবং বেদনা দিয়ে সৃষ্টি করবেন আরো অসংখ্য চমৎকার সব কবিতা এবং এর মাধ্যমে রসিক পাঠকদের বিলোবেন অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি এই শুভ কামনা রইলো।

বাঙ্গালীর কাব্যপ্রেম সুবিদিত। তারুন্যের ঊষালগ্নে কবিতার প্রেমে পড়েনি এমন বাঙ্গালী বোধ হয় খুঁজে পাওয়াই বিরল। বাঙ্গালীর সেই কাব্য প্রেমে রসদ যোগাতে মুক্তমনা যে সহযোগিতার হাত আপাতত বাড়িয়ে দিয়েছে সে জন্য অবশ্যই মুক্তমনা ধন্যবাদের দাবিদার।

সেই সাথে আপাতত কবিতার প্রেমে মাতোয়ারা মুক্তমনার নাম কিছুদিনের জন্য কাব্যমনা(?) করে দেওয়া যেতে পারে, কি বলেন। মুক্তমনার মডারেটররা ভেবে দেখতে পারেন প্রস্তাবটা।

সবাইকে একরাশ কাব্যিক শুভেচ্ছা।

উইন্ডজর, ক্যানাডা
farid300@gmail.com

(আগেই বলেছি কবিতা বিষয়ক আমার জ্ঞান শুন্যের কোঠায়। কাজেই দয়া করে কেউ আমার কাব্য বিষয়ে এই লেখাটি সিরিয়াসলি নেবেন না এই আশা করছি।)